ঘুষের টাকাসহ আটক দুই পুলিশ কর্মকর্তা অব্যাহতি পেলেন

বিশেষ প্রতিনিধি

ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে ধরা পড়া দুই পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তাঁদের একজন সহকারী পুলিশ সুপার। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাঁকে বিভাগীয় মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তের সময়কে কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করতেও বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশের কারণে একই অপরাধে অভিযুক্ত আরেক পুলিশ পরিদর্শককেও অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এ দুই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন সহকারী পুলিশ সুপার নিহার রঞ্জন হালদার ও পরিদর্শক হাফিজুল ইসলাম। গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি খামারবাড়ি থেকে ঘুষের টাকাসহ পুলিশ সদর দপ্তরের তিন কর্মকর্তা তাঁদের আটক করেন। জেলা পুলিশের তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। আটকের ঘটনা ওই সময় ছবিসহ একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশে পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা বিস্মিত হয়েছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নূর মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর নির্দেশেই পুলিশ সদর দপ্তরের তিন কর্মকর্তা গোপন অভিযান চালিয়ে ওই দুই কর্মকর্তাকে ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে আটক করেছিলেন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সিকিউরিটি সেলের প্রতিবেদনে দেখা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার বড়দাদপুর খামারবাড়ির মালিক এস এম হাসানের সঙ্গে এলাকার এক বাসিন্দার বিরোধ হয়। এ নিয়ে হাসান গোমস্তাপুর থানায় মামলা করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামলা না নিয়ে উল্টো প্রতিপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করেন। এরপর হাসান চাঁপাইনবাবগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার নিহার রঞ্জন হালদারের কাছে অভিযোগ করলে তিনিও আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাঁকে জেএমবির সদস্য হিসেবে গ্রেপ্তারের ভয় দেখান। সহকারী পুলিশ সুপার একপর্যায়ে তাঁর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন এবং আরও পাঁচ লাখ টাকা ধার চান। টাকা দিলে তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। হাসান টাকা দিতে রাজি হলে সহকারী পুলিশ সুপার গোমস্তাপুর থানার ওসি হাফিজুল ইসলামকে ডেকে হাসানের কাছ থেকে ওই দিনই ঘুষের ২০ হাজার টাকা নিতে বলেন। এরপর সহকারী পুলিশ সুপার এবং ওসি হাসানের প্রতিপক্ষকে ডেকে তাঁর কার্যালয়ে বসেই বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। বাকি ৩০ হাজার টাকা পরে হাসানের বাড়ি থেকে নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়।

বিষয়টি হাসান পুলিশ সদর দপ্তরে অভিযোগ আকারে জানালে আইজিপির নির্দেশে এ নিয়ে পুলিশের আইন শাখার সহকারী সুপার হাফিজুর রহমান আল মামুন, প্রশাসন শাখার সহকারী সুপার এম এম মোস্তাক হোসেন ও সিকিউরিটি সেলের সহকারী সুপার মুহাম্মদ আলী হোসেনকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। সে কমিটির সদস্যরা ঢাকা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যান। তাঁরা ওত পেতে থেকে হাসানের খামারবাড়ি থেকে ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে সহকারী পুলিশ সুপার নিহার রঞ্জন হালদার ও গোমস্তাপুর থানার ওসি হাফিজুল ইসলামকে আটক করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও করা হয়।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা পুলিশ সুপার এস এম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান ও অতিরিক্ত সুপার হাবিবুর রহমান খান এ ঘটনা তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পান। তাঁরা দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলেন। সদর দপ্তরে পাঠানো প্রতিবেদনে জেলা পুলিশ সুপার জানান, এ দুই কর্মকর্তাকে ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য তিনি সুপারিশ করেন। পরে দুই কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়।

পুলিশ সদর দপ্তরের সংস্থাপন শাখার একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান,

স্বরাষ্ট্রসচিব আবদুস সোবহান সিকদারের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, সহকারী পুলিশ সুপার নিহার রঞ্জনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মার্চ এ চিঠি পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। ওই কর্মকর্তা জানান, আইন অনুযায়ী পরিদর্শকদের অব্যাহিত দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশ সদর দপ্তরের। সে কারণে পরিদর্শক হাফিজুল ইসলামের বিভাগীয় মামলা সদর দপ্তরের একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের বিবেচনায় রয়েছে। নিহার রঞ্জন হালদারকে অব্যাহতি দেওয়া হলে এখন একই অভিযোগে অভিযুক্ত পরিদর্শক হাফিজুল ইসলামকেও অব্যাহতি দিতে হয়েছে।